بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৩১ জানুয়ারি, ২০২০ মোতাবেক ৩১ সুলাহ্, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজ আমি যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তার নাম হল, হযরত আবু তালহা (রা.)। হযরত আবু তালহা আনসারী (রা.)'র আসল নাম ছিল যায়েদ। আনসারদের খাযরাজ গোত্রের সাথে তার সম্পর্ক ছিল আর তিনি গোত্রপ্রধান ছিলেন। তিনি **'আবু তালহা'** ডাকনামে সুপরিচিত ছিলেন। হযরত আবু তালহা (রা.)'র পিতার নাম ছিল, সাহ্ল বিন আসওয়াদ এবং মায়ের নাম ছিল উবাদাহ্ বিনতে মালেক। হযরত আবু তালহা (রা.) আকাবার দ্বিতীয় বয়আতের (সময়) মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়আত করার তৌফিক লাভ করেন। তিনি (রা.) বদরের যুদ্ধসহ অন্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা হিসেবে যোগদান করেন। হযরত আবু উবায়দাহ্ বিন আল্ জার্‌রাহ্ (রা.) হিজরত করে মদীনায় আসার পর মহানবী (সা.) হযরত আবু তালহা (রা.)'র সাথে তার ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রচনা করেন। হযরত আবু তালহা (রা.) গোধূমবর্ণ এবং মাঝারি গড়নের মানুষ ছিলেন। তিনি মাথার চুল এবং দাঁড়িতে কখনো কলপ লাগান নি। **{উসদুল গাবাহ্, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৮৩-১৮৪, আবু তালহা আনসারী (রা.), ২য় খণ্ড, পৃ: ১৫০, যায়েদ বিন সাহ্ল (রা.) বৈরুতের দারুল্ ফিক্‌র থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}** চুল যেমন ছিল তেমনই রেখেছেন।

হযরত আনাস (রা.) হযরত আবু তালহা (রা.)'র 'রবীব' অর্থাৎ, স্ত্রী'র প্রথম পক্ষের পুত্র বা সৎপুত্র ছিলেন। হযরত উম্মে সুলায়েম (রা.)'র প্রথম স্বামী ছিলেন মালেক বিন নযর। উনার তিরোধানের পর হযরত আবু তালহা (রা.)'র সাথে তার বিয়ে হয়, যার ঔরসে তার ঘরে আব্দুল্লাহ্ ও উমায়ের জন্মলাভ করে। **(আল্ ইসতিয়াব ফী মা'রিফাতিল্ আসহাব, ২য় খণ্ড, পৃ: ১২৪, বৈরুতের দারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০১০ সালে প্রকাশিত), (আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৮৩, বৈরুতের দারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত), (উমদাতুল্ ক্বারী, শরাহ্ সহীহ্ বুখারী, কিতাবুস্ সালাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১২৩, বৈরুতের দারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত)**

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু তালহা হযরত উম্মে সুলায়েম (রা.)-কে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে উম্মে সুলায়েম (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আপনি মুশরিক আর আমি মুসলমান; তা না হলে আপনার মতো মানুষকে বিয়ে করতে আমার অসম্মতি ছিল না (এটি সুনান নিসাঈ এর হাদীস)। আমি একজন মুসলমান নারী, তাই আপনাকে বিয়ে করা আমার জন্য সঙ্গত নয়। আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তাহলে এটিই আমার দেন মোহর হবে, আর (দেন মোহর হিসেবে) আমি এছাড়া আর কিছুই চাইব না। হযরত আবু তালহা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন আর এটিই তার দেন মোহর ধার্য হয়। হযরত সাবেত (রা.) বলতেন, আমি আজ পর্যন্ত ইসলামে কোন নারী সম্পর্কে একথা শুনিনি যে, তার দেন মোহর উম্মে সুলায়েম-এর মোহরানার মতো এতটা সম্মানজনক। **(সুনান নিসাঈ, কিতাবুন নিকাহ্, বাবুত্ তাযভীজ আলাল ইসলাম, হাদীস নং: ৩৩৪১)**

হযরত আবু তালহা (রা.) বদরের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। হযরত আবু তালহা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধের দিন কুরাইশ নেতাদের মধ্য হতে চব্বিশজন সম্পর্কে নির্দেশ জারী করেন আর তাদেরকে বদর (প্রান্তরের) কূপগুলোর মধ্য হতে একটি অপবিত্র কূপে নিক্ষেপ করা হয়। তিনি (সা.) যখন কোন জাতির ওপর জয়যুক্ত হতেন তখন তিনি (সেই) প্রান্তরে তিনরাত অবস্থান করতেন। তাঁর বদর (প্রান্তরে) অবস্থানের তৃতীয় দিন অতিবাহিত হলে তিনি তাঁর উটনীর ওপর হাওদা বাঁধার নির্দেশ প্রদান করেন। এরপর তাতে হাওদা বাঁধা হলে তিনি (সা.) যাত্রা করেন এবং তাঁর সাহাবীরাও তাঁর সাথে যাত্রা করেন এবং বলেন, আমরা মনে করি তিনি বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। তিনি (সা.) সেই কূপের কিনারায় পৌঁছে দাঁড়ান যেখানে সেই চব্বিশজনের শবদেহ ফেলা হয়েছিল, পরিত্যক্ত কূপ ছিল (সেটি)। তিনি (সা.) তাদের এবং তাদের পিতাপিতামহের নাম ধরে ডাকতে থাকেন, হে অমুকের পুত্র অমুক! হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমরা (যদি) আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করতে তা-কি তোমাদের জন্য আনন্দের কারণ হতো না? কেননা আমরা তো আমাদের প্রভুর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি সত্য পেয়েছি। তোমরাও কি তা পেয়েছ যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের প্রভু তোমাদের দিয়েছিল? হযরত আবু তালহা (রা.) বলতেন, (তখন) হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি এসব লাশের সাথে কী কথা বলছেন, যারা নিষ্প্রাণ? মহানবী (সা.) বলেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রাণ রয়েছে, তোমরা তাদের চেয়ে বেশি এসব কথা শুনছ না যা আমি বলছি। অর্থাৎ এসব কথা আল্লাহ্ তা'লা তাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন যে, তোমাদের কীরূপ মন্দ পরিণতি হয়েছে। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব কাতলে আবী জাহল, হাদীস নং: ৩৯৭৬)**

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধে মানুষ পরাস্ত হয়ে মহানবী (সা.) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরে। কিন্তু হযরত আবু তালহা (রা.) মহানবী (সা.)-এর সামনে স্বয়ং ঢালস্বরূপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। হযরত আবু তালহা (রা.) এমন ধনুর্বিদ ছিলেন যে, যিনি খুব জোরে ধনুক টানতেন। তিনি সেদিন দু'টি বা তিনটি ধনুক ভাঙেন। অর্থাৎ এত জোরে টানতেন যে, ধনুক ভেঙে যেত। কেউ তূণী নিয়ে সেদিক দিয়ে গেলে মহানবী (সা.) তাকে বলতেন, আবু তালহার জন্য তা রেখে যাও, অর্থাৎ অন্যদেরও উপদেশ দিতেন যে, সে (অর্থাৎ তালহা) একজন দক্ষ তিরন্দাজ (তাই) নিজের তিরও তাকেই দিয়ে দাও। তিনি (অর্থাৎ তালহা) তখন মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হযরত আনাস (রা.) বলতেন, মহানবী (সা.) মাথা তুলে মানুষকে দেখতেন, তখন হযরত আবু তালহা (রা.) বলতেন,

"بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَا يُصِيْبُكَ سَهْمٌ نَحْرِيْ دُوْنَ نَحْرِكَ" অর্থাৎ **'আমার পিতামাতা আপনার (সা.) জন্য নিবেদিত, মাথা তুলে তাকাবেন না, তাদের নিক্ষিপ্ত তিরগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি তির পাছে আপনার গায়ে আবার বিদ্ধ না হয়, আমার বক্ষ আপনার বক্ষের সামনে রয়েছে।'** **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব ইয হাম্মাত্ তায়েফাতানে মিনকুম আন্ তাফশালা.....হাদীস নং: ৪০৬৪), (আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৮৪-৩৮৫, বৈরুতের দারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত)**

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু তালহা (রা.) একটি মাত্র ঢাল দিয়ে মহানবী (সা.)-এর সুরক্ষা করছিলেন, আর হযরত আবু তালহা (রা.) (একজন) দক্ষ তিরন্দাজ ছিলেন। তিনি যখন তির নিক্ষেপ করতেন তখন মহানবী (সা.) মাথা তুলে তার তির বিদ্ধ হওয়ার স্থানের দিকে তাকাতেন। এটি বুখারীর হাদীস। প্রথমটিও বুখারীরই

ছিল। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস্ সিয়ার, বাব আল্ মিজান ওয়া মাইঁ ইয়াত্ তারিস বিত্ তুরসি সাহেবে, হাদীস নংঃ ২৯০২)

উহুদের যুদ্ধে হযরত আবু তালহা (রা.)'র এই পঙক্তি পাঠেরও উল্লেখ পাওয়া যায় যে,

وَجْهِيْ لِوَجْهِكَ الْوِقَاءُ
وَنَفْسِيْ لِنَفْسِكَ الْفِدَاءُ

অর্থাৎ **'আমার মুখমণ্ডল আপনার মুখমণ্ডলকে রক্ষার জন্য এবং আমার প্রাণ আপনার প্রাণের জন্য নিবেদিত'**। {মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খণ্ড, মুসনাদ আনাস বিন মালেক (রা.), হাদীস নংঃ ১৩৭৮১, বৈরুতের আলেমুল কুতুব থেকে ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত)

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে, মহানবী (সা.) হযরত আবু তালহা (রা.)-কে বলেন, তোমার ছেলেদের মধ্য থেকে আমার জন্য কোন একজনকে বাছাই কর– যে খায়বারের সফরে আমার সেবা করবে। হযরত আবু তালহা (রা.) আমাকে {অর্থাৎ হযরত আনাস (রা.)-কে} নিজ বাহনের পিছনে বসিয়ে নিয়ে যান। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি তখন এক বালক ছিলাম আর প্রায় প্রাপ্তবয়সে উপনীত ছিলাম। আমি মহানবী (সা.)-এর সেবা করতাম। তিনি (সা.) যখন অবতরণ করতেন তখন আমি অধিকাংশ সময় তাঁকে এই দোয়া পাঠ করতে শুনতাম,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ অর্থাৎ, **'হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুঃখ-বেদনা, অক্ষমতা ও আলস্য হতে এবং কার্পণ্য ও কাপুরুষতা থেকে আর ঋণের বোঝা থেকে এবং মানুষের কঠোরতা থেকে।'** (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল্ জিহাদ ওয়াস্ সিয়ার, বাব মান গাযা বিস্সাবিইন লিলখিদমাহ্ হাদীস নংঃ ২৮৯৩)

হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েতে এভাবেও বর্ণিত হয়েছে, পূর্বেরটিও বুখারীর ছিল এবং এটিও বুখারীরই হাদীস। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন তাঁর কোন সেবক ছিল না। হযরত আবু তালহা (রা.) আমার হাত ধরেন আর আমাকে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আনাস বিচক্ষণ ছেলে, সে আপনার সেবা করবে। হযরত আনাস (রা.) বলতেন, এরপর আমি সফরেও তাঁর সেবা করেছি আর বাড়িতেও। আমি যে কাজই করতাম তিনি (সা.) আমাকে কখনো বলেন নি, তুমি এ কাজ এভাবে কেন করেছ? আর যে কাজ আমি করতাম না সে বিষয়েও তিনি (সা.) কখনো আমাকে বলেন নি, তুমি এ কাজ এভাবে কেন কর নি? অর্থাৎ কখনো কোন বকাঝকা করেন নি। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ওসায়া, বাব এসতেখদামুল ইয়াতীম ফীস্ সাফারে ওয়াল্ হাযর... হাদীস নংঃ ২৭৬৮)

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন **'উসফান'** থেকে ফিরছিলেন তখন আমরা তাঁর সাথে ছিলাম (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম **'উসফান'**)। মহানবী (সা.) তখন তাঁর উটে আরোহিত ছিলেন এবং তিনি তাঁর পেছনে হযরত সাফিয়াহ্ বিনতে হুয়াই (রা.)–কে বসিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর (সা.) উট হোঁচট খেলে তাঁরা উভয়ে পড়ে যান। হযরত আবু তালহা (রা.) এ দৃশ্য দেখে ত্বরিত উট থেকে লাফিয়ে নেমে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি আপনার জন্য নিবেদিত। তিনি (সা.) বলেন, প্রথমে মহিলার খোঁজ নাও। হযরত আবু তালহা (রা.) নিজের মুখ কাপড় দিয়ে আবৃত করে হযরত

সাফিয়াহ্ (রা.)'র কাছে এসে সেই কাপড় তার ওপর দিয়ে দেন; অর্থাৎ তিনি পর্দার ব্যাপারে এতটাই যত্নবান ছিলেন। এরপর তাদের উভয়ের বাহন ঠিকঠাক করে দেন যাতে তারা আরোহণ করেন এবং আমরা মহানবী (সা.)-এর চতুর্দিকে বৃত্তাকারে জড়ো হই। আমরা মদীনার উচ্চভূমিতে পৌঁছলে তিনি (সা.) বলেন,

آئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ অর্থাৎ আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, আমরা আমাদের প্রভুর সমীপে তওবাকারী, আমাদের প্রভুর ইবাদতকারী এবং আমাদের প্রভুর গুণকীর্তনকারী। তিনি (সা.) মদীনায় প্রবেশ করা পর্যন্ত এ শব্দগুলোই আবৃত্তি করতে থাকেন। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস্ সিয়ার, বাব মা ইয়াকুলু ইযা রাজা' মিনাল গাযওয়া, হাদীস নং: ৩০৮৫) (আল্লামা ওহীদুজ্জামান নু'মানী প্রণীত লুগাতুল হাদীস, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৭২, লাহোরের কিতাব খানা থেকে ২০০৫ সালে মুদ্রিত)**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেন,

"একদা খায়বারের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে মহানবী (সা.)-এর সহধর্মিণী হযরত সাফিয়াহ্ (রা.)ও তাঁর সাথে ছিলেন, পথিমধ্যে তাদের উট নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং তিনি (সা.) ও হযরত সাফিয়াহ্ (রা.) উভয়ে পড়ে যান। হযরত আবু তালহা আনসারী (রা.)'র উট তাঁর পিছনেই ছিল, তিনি ত্বরিত নিজের উট থেকে লাফিয়ে নেমে মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার প্রাণ আপনার জন্য নিবেদিত, আপনি কোন আঘাত পান নি তো? হযরত আবু তালহা (রা.) যখন তাঁর (সা.) কাছে পৌঁছেন তখন মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু তালহা! প্রথমে মহিলার দিকে, প্রথমে মহিলার দিকে যাও।" এ কথা তিনি (সা.) দু'বার বলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত আবু তালহা (রা.) মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিক ছিলেন। "তাই যখন মহানবী (সা.)-এর প্রাণের প্রশ্ন আসলে তিনি অন্য কাউকে কীভাবে লক্ষ্য করতে পারতেন। কিন্তু মহানবী (সা.) বলেন, যাও এবং প্রথমে মহিলাকে উঠাও।" **(উসওয়ায়ে হাসানাহ্, আনওয়ারুল উলূম, ১৭তম খণ্ড, পৃ: ১২৬-১২৭)**

নারীর অধিকার সম্পর্কে কথা বলার সময় তিনি (রা.) এ ঘটনা বর্ণনা করেন।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) খায়বারে আক্রমণ করেন এবং আমরা এর কাছে গিয়ে ফজরের নামায পড়ি, তখনও অন্ধকারই ছিল। এরপর মহানবী (সা.) বাহনে আরোহণ করেন এবং হযরত আবু তালহা (রা.)ও বাহনে চড়েন। বাহনে আমি হযরত আবু তালহার পেছনে ছিলাম। মহানবী (সা.) খায়বারের গলিতে ঘোড়া ছোটান, তখন আমার হাঁটু মহানবী (সা.)-এর উরু স্পর্শ করছিল। তারা উভয়ে এত কাছাকাছি ছিলেন। উপরন্তু তিনি (সা.) গরম বা স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিজের উরুর ওপর থেকে কাপড় কিছুটা সরান অর্থাৎ পা বা হাঁটু থেকে কাপড় কিছুটা ওপরের দিকে তুলে রাখেন। তিনি (রা.) বলেন, এমনকি আমি মহানবী (সা.)-এর উরুর শুভ্রতা দেখেছি; রান বলতে এখানে হাঁটুর ওপরের অংশকে বুঝানো হচ্ছে। তিনি (সা.) গ্রামে প্রবেশ করার সময় বলেন, اَللّٰهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ অর্থাৎ, **আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, খায়বার জনবমানবহীন হয়ে গেল, আমরা যখন কোন জাতির আঙিনায় শিবির স্থাপন করি তখন তাদের প্রভাত মন্দ হয়, যাদেরকে সময়ের পূর্বেই ঐশী শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়।**

এ কথা তিনি (সা.) তিনবার উচ্চারণ করেন।

হযরত আনাস (রা.) বলতেন, লোকেরা নিজেদের কাজকর্মের জন্য বাইরে বের হলে তারা বলে, মুহাম্মদ (সা.)! আর আব্দুল আযীয বলতেন, আমাদের কতক সাথী মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে খামীস অর্থাৎ সেনাদল শব্দটিও বলেছিল। হযরত আনাস (রা.) বলতেন,

আমরা যুদ্ধ করে তা জয় করি আর বন্দিদেরকে একত্রিত করা হয়। তখন হযরত দেহইয়া কালবী (রা.) এসে বলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী (সা.)! আমাকে ঐ বন্দিদের মাঝ থেকে একটি দাসী দান করুন। তিনি (সা.) বলেন, যাও এবং একটি মেয়ে নিয়ে যাও। তিনি হুয়্যী-র কন্যা সাফিয়াহ্‌কে নেন। তখন একজন মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী (সা.)! আপনি দেহইয়াকে কুরায়যাহ্‌ এবং নযীরের সর্দারের মেয়ে সাফিয়াহ্‌ বিনতে হুয়্যীকে দিয়েছেন, (অথচ) তিনি তো কেবল আপনাই যোগ্য। তিনি (সা.) বলেন, সাফিয়াহ্‌ (রা.) সহ তাকে ডেকে আন। তিনি সাফিয়াহ্‌ (রা.)-কে নিয়ে আসেন এবং হযরত দেহইয়া (রা.)ও সাথে ছিলেন। তিনি (সা.) হযরত দেহইয়া (রা.)-কে বলেন, তুমি ঐ বন্দিদের মাঝ থেকে অন্য কাউকে নিয়ে নাও। হযরত আনাস (রা.) বলতেন, মহানবী (সা.) হযরত সাফিয়াহ্‌ (রা.)-কে মুক্ত করে দেন এরপর তাকে বিয়ে করেন। তখন হযরত সাবেত (রা.) হযরত আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, আবু হামযা! মহানবী (সা.) তাকে কী দেন মোহর দিয়েছিলেন? তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) তাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং এরপর তাকে বিবাহ করেছেন আর তাকে স্বাধীনতাই তার দেন মোহর ছিল। অবশেষে তিনি (সা.) যখন পথিমধ্যেই ছিলেন, তখন হযরত উম্মে সুলায়েম (রা.) হযরত সাফিয়াহ্‌ (রা.)-কে মহানবী (সা.)-এর জন্য সাজিয়ে-গুজিয়ে দেন এবং সেখানে বিয়ে হয় আর তাকে তাঁর (সা.) কাছে পাঠিয়ে দেন। তিনি বলেন, পরবর্তী দিন মহানবী (সা.) ঘোষণা দেন, কারও কাছে কোন খাদ্যদ্রব্য থাকলে তিনি যেন তা নিয়ে আসেন। মহানবী (সা.) চামড়ার একটি দস্তরখান বিছিয়ে দেন। কেউ খেজুর নিয়ে আসে, কেউ ঘি আনে। আব্দুল আযীয বলেন, আমার মনে হয় তিনি ছাতুর কথাও উল্লেখ করেছিলেন। তিনি (রা.) বলেন, এরপর মহানবী (সা.) সেগুলো সব একত্রে মিশিয়ে মণ্ড বানান আর এটিই মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে ওলীমার দাওয়াত ছিল। **(সহীহ্‌ বুখারী, কিতাবুস সালাত, বাব মা ইউযকারু ফীল্‌ ফাখেয, হাদীস নংঃ ৩৭১)**

অপর এক বিবরণে এভাবেও এসেছে, দুর্গ জয়ের পর হযরত সাফিয়াহ্‌ (রা.) দেহইয়া (রা.)'র ভাগে আসেন। মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণ, অর্থাৎ দু'একজন সাহাবী নয় বরং অনেক সাহাবী মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে তার পরিচয় এবং গুণগান বর্ণনা করতে আরম্ভ করেন আর এটিও বলেন, মর্যাদার নিরিখে হযরত সাফিয়াহ্‌ (রা.)'র জন্য এটিই অধিক যুক্তিযুক্ত হয় যদি তিনি (সা.) নিজের জন্য তাকে মনোনীত করেন বা তাকে বিয়ে করেন। অতএব মহানবী (সা.) হযরত দেহইয়া (রা.)'র কাছে বার্তা প্রেরণ করেন এবং তিনি (সা.) সাতজন দাসের বিনিময়ে হযরত সাফিয়াহ্‌ (রা.)-কে ক্রয় করে তাকে উম্মে সুলায়েম (রা.)'র হাতে সোপর্দ করেন যেন তিনি তাকে নিজের সাথে রাখেন। যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এরপর তিনি (সা.) তাকে বিবাহ করেন। **{আত্‌ তাবাকাতুল্‌ কুবরা লি-ইবনে সা'দ (রা.), ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৯৭-৯৮, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্‌ ইলমিয়্যাহ্‌ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) সেই দিন অর্থাৎ হুনায়নের দিন বলেন, যে ব্যক্তি কোন কাফিরকে হত্যা করবে, সেই কাফিরের জিনিষপত্র সে-ই পাবে। সেদিন হযরত আবু তালহা (রা.) বিশজন কাফিরকে হত্যা করেন এবং তাদের মালপত্রও হস্তগত করেন। হযরত উম্মে সুলায়েম (রা.)'র হাতে একটি খঞ্জর দেখে হযরত আবু তালহা (রা.) জিজ্ঞেস করেন, হে উম্মে সুলায়েম! এটা কী? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমার আকাঙ্ক্ষা হল, যদি কোন কাফির আমার কাছে আসে, তাহলে আমি আমার এই খঞ্জর দিয়ে তার পেট চিরে ফেলব। হযরত আবু তালহা (রা.) মহানবী (সা.)-কে একথা অবহিত

করেন। এটি সুনান আবু দাঊদের হাদীস। **(সুনান আবু দাঊদ, কিতাবুল জিহাদ, বাব ফী আস্ সালাবু ইউতাল কাতেল, হাদীস নং: ২৭১৮)**

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, সেনাদলের মাঝে একা আবু তালহা (রা.)'র কণ্ঠধ্বনি পুরো এক বাহিনীর (আওয়াজের চেয়ে বেশি) গুরুগম্ভীর হয়ে থাকে। অন্যান্য বর্ণনায় এক দলের পরিবর্তে **'মিয়াতু রাজুলুন'** অর্থাৎ একশ' মানুষ অথবা **'আলফা রাজুলুন'** অর্থাৎ এক হাজার মানুষেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্থাৎ তার কণ্ঠস্বর অনেক উঁচু ছিল। **(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৮৬, মুসনাদ আনাস বিন মালেক, হাদীস নং: ১২১১৯, বৈরুতের আলামুল কুতুব থেকে ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত), (আল্ ইসতিআব ফী মা'রিফাতিল্ আসহাব, ৪র্থ খণ্ড পৃ: ২৬১, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০১০ প্রকাশিত), (আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৮৩, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ প্রকাশিত)**

হযরত আবু তালহা (রা.) ৩৪ হিজরীতে মদীনায় মৃত্যু বরণ করেন। হযরত উসমান (রা.) তার জানাযার নামায পড়ান। তখন তার বয়স ছিল ৭০ বছর। কিন্তু বসরাবাসীদের মতে তার মৃত্যু হয়েছিল এক সমুদ্র-যাত্রায় আর তাকে একটি দ্বীপে সমাহিত করা হয়েছে।

(আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৮৫, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ প্রকাশিত)

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু তালহা (রা.) মহানবী (সা.)-এর যুগে জিহাদের জন্য নফল রোযা রাখতেন না পাছে শারীরিক শক্তি কমে না যায়। হযরত আনাস (রা.) আরো বলেন, আর মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর ঈদুল ফিতর অথবা ঈদুল আযহার দিন ছাড়া আমি কখনো তাকে রোযা ছাড়তে দেখি নি। অর্থাৎ পরবর্তীতে তিনি নিয়মিত রোযা রাখতে আরম্ভ করেন। **(সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, বাব মান ইখতারাল্ গযওয়া আলাস্ সওম, হাদীস নং: ২৮২৮)**

হযরত আবু তালহা (রা.)'র অতিথি আপ্যায়নের একটি ঘটনা এভাবে পাওয়া যায় যে, হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর নিকট এলে তিনি (সা.) কোন একজনকে তাঁর (সা.) কোন পবিত্র স্ত্রী'র নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা উত্তর দেন, আমাদের কাছে পানি ছাড়া (খাওয়ার মতো) আর কিছুই নেই। মহানবী (সা.) বলেন, এই অতিথিকে কে নিজের সাথে নিয়ে যাবে অথবা বলেছেন, কে এর আতিথেয়তা করবে। আনসারদের একজন বলেন, আমি। অতএব তিনি তাকে নিজের সাথে নিয়ে তার স্ত্রীর কাছে যান এবং বলেন, মহানবী (সা.)-এর অতিথিকে খুব ভালোভাবে আদর-আপ্যায়ন কর। তার স্ত্রী বলেন, আমাদের কাছে যে খাবার আছে তা আমার সন্তানদের জন্যই যথেষ্ট নয় (এছাড়া) আর কিছু নেই। তিনি বলেন, তোমার এতটুকু খাবারই তুমি প্রস্তুত কর এবং প্রদীপও জ্বালিয়ে নাও আর তোমার সন্তানরা রাতের খাবার চাইলে তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দিও। অতএব তিনি তার খাবার প্রস্তুত করেন এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেন আর সন্তানদের ঘুম পাড়িয়ে দেন। এরপর তিনি উঠে প্রদীপ ঠিক করার ছলে তা নিভিয়ে দেন। তারা উভয়ে এই অতিথির সামনে এমন ভাব করেন যেন তারাও খাচ্ছেন অথচ তারা উভয়েই ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত যাপন করেন। প্রভাতে তিনি মহানবী (সা.)-এর নিকট যান, তখন তিনি (সা.) বলেন, গত রাতে আল্লাহ্ তা'লা হেসেছেন অথবা তিনি (সা.) বলেন, তোমাদের দু'জনের কাজে আল্লাহ্ তা'লা খুব খুশি হয়েছেন এবং আল্লাহ্ তা'লা এ ওহী অবতীর্ণ করেছেন,

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (সূরা আল্ হাশর : ১০)

অর্থাৎ আর তারা নিজেদের প্রাণের ওপর অন্যদের প্রাধান্য দিত যদিও তারা নিজেরাই দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত ছিল। অতএব হৃদয়ের কার্পণ্য থেকে যাদের রক্ষা করা হয়েছে

তারাই মূলত সফলকাম। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাব মানাকিবুল আনসার, বাব কওলুল্লাহি ওয়া ইউসিরূনা আলা আনফুসিহীম, হাদীস নং: ৩৭৯৮), (উমদাতুল কারী শরাহ্ সহীহ্ আল্ বুখারী, কিতাব মানাকিবুল আনসার, ১৬তম খণ্ড, পৃ: ৩৬৪, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০১ প্রকাশিত)**

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) একবার মাথার চুল ছাটালে হযরত আবু তালহাই প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি মহানবী (সা.)-এর পবিত্র কিছু চুল সংগ্রহ করেন।

(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ওযু' বাব আলমা উল্লাযী ইউগসালু বিহী শা'রুল ইনসান, হাদীস নং: ১৭১)

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু তালহা (রা.) হযরত উম্মে সুলায়েম (রা.)-কে বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর কণ্ঠস্বরে দুর্বলতা অনুভব করেছি, আমার মনে হয় তিনি (সা.) ক্ষুধার্ত, তোমার কাছে খাওয়ার কিছু আছে কি? হযরত উম্মে সুলায়েম (রা.) ইতিবাচক সাড়া দিয়ে যবের কিছু রুটি নিয়ে আসেন। এরপর তিনি তার একটি ওড়না বের করে সেটির এক প্রান্তে রুটিগুলো বেঁধে সেগুলো আমার হাতে দিয়ে ওড়নার বাকি অংশ আমার শরীরে জড়িয়ে দেন। এরপর তিনি আমাকে মহানবী (সা.)-এর নিকট প্রেরণ করেন। হযরত আনাস (রা.) বলতেন, আমি তা নিয়ে রওয়ানা দেই এবং মহানবী (সা.)-কে গিয়ে মসজিদে পাই। তাঁর (সা.)-এর সাথে আরো কয়েকজন ছিলেন। আমি গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালে মহানবী (সা.) বলেন, তোমাকে কি আবু তালহা পাঠিয়েছে? আমি বললাম, জী হ্যাঁ। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, খাবার সহ পাঠিয়েছে? আমি বললাম, জী। মহানবী (সা.)-এর কাছে যারা ছিল তিনি (সা.) তাদেরকে বলেন, চলো। সেই খাবার গ্রহণের পরিবর্তে তিনি তাদেরকেও সাথে নিয়ে খাবারসহ হাঁটতে আরম্ভ করেন আর আমি তাঁর আগে আগে আগে হাঁটতে থাকি এবং হযরত আবু তালহা (রা.)'র নিকট পৌঁছে তাকে বলি, মহানবী (সা.) এদিকেই আসছেন। হযরত আবু তালহা (রা.) বলেন, হে উম্মে সুলায়েম! মহানবী (সা.) লোকজনকে সাথে নিয়ে এসেছেন কিন্তু আমাদের কাছে তাদেরকে আহার করানোর মতো পর্যাপ্ত খাবার নেই। গুটি কতক রুটি ছিল তা-ই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, সেগুলোই এখন ফিরে আসছে। তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলই ভালো জানেন। হযরত আবু তালহা (রা.) ঘর থেকে দ্রুত বাইরে বেরিয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। হযরত আনাস (রা.) পূর্বেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) আসেন এবং হযরত আবু তালহা তাঁর (সা.) সাথে ছিলেন। মহানবী (সা.) বলেন, উম্মে সুলায়েম! তোমার কাছে যা কিছু আছে তা নিয়ে আসো। তিনি রুটি নিয়ে আসলে মহানবী (সা.) সেগুলোকে টুকরো করতে বলেন। অতঃপর সেগুলোকে টুকরো করা হয়। হযরত উম্মে সুলায়েম (রা.) কিছুটা ঘি ঢেলে তরকারিস্বরূপ তাদের সামনে তা উপস্থাপন করেন। এরপর মহানবী (সা.) সেই রুটিগুলোর ওপর আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছানুযায়ী দোয়া পড়েন। তারপর তিনি বলেন, দশজনকে ভেতরে আসার অনুমতি দাও। অতঃপর তাদের অনুমতি দেয়া হয় আর তারা খুবই তৃপ্তি সহকারে আহার করে, এরপর বাইরে চলে যায়। এরপর তিনি (সা.) বলেন, আরো দশজনকে (ভেতরে আসার) অনুমতি দাও। তাদেরকেও অনুমতি দেয়া হয় এবং তারাও তৃপ্তিসহ আহার করে এবং বাইরে বেরিয়ে যায়। অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, আরো দশজনকে অনুমতি দাও। তাদেরকে অনুমতি দিলে তারাও পেট ভরে খাবার খেয়ে বাইরে চলে আসে। এরপর তিনি (সা.) বলেন, আরো দশজনকে অনুমতি দাও। অতঃপর তাদেরও অনুমতি দেয়া হয় আর তারাও তৃপ্তি সহকারে খাবার খায় এবং বাহিরে চলে যায়। মোটকথা তারা সবাই আহার করে এবং পেটভরে খায় আর তারা সত্তর কিংবা আশিজন ছিল।

(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মানাকেব, বাব আলামাতুন নবুয়্যাহ্ ফীল্ ইসলাম, হাদীস নং: ৩৫৭৮)

এখানে মহানবী (সা.)-এর দোয়ার বরকতেরও উল্লেখ পাওয়া যায়, আর এটিই সেই হাদীস।

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, আবু তালহা (রা.) মদীনার সকল আনসারীর চেয়ে বেশি খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন। তার সবচেয়ে প্রিয় সম্পত্তি ছিল 'বায়রুহা' নামক বাগান, যা মসজিদের সম্মুখে ছিল। মহানবী (সা.) সেই বাগানে আসতেন এবং সেখানকার স্বচ্ছ-পরিষ্কার পানি পান করতেন। হযরত আনাস (রা.) বলতেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (সূরা আলে ইমরানঃ ৯৩)

অর্থাৎ, **তোমরা কখনোই পুণ্য অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা সেসব জিনিস থেকে ব্যয় করবে যেগুলোকে তোমরা ভালোবাস**, তখন হযরত আবু তালহা (রা.) দণ্ডায়মান হয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন- لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (সূরা আলে ইমরানঃ ৯৩) অর্থাৎ, তোমরা কখনোই পুণ্য অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা সেসব জিনিস থেকে ব্যয় করবে যেগুলোকে তোমরা ভালোবাস। আর আমার সহায়-সম্পত্তির মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় বাগানটি হল 'বায়রুহা', আমি সেটি আল্লাহ্‌র জন্য উৎসর্গ করছি। আমি আশা করছি, আল্লাহ্‌র সমীপে এটি গ্রহণযোগ্য পুণ্য হবে এবং (পরকালে আমার জন্য) ধনভাণ্ডারস্বরূপ হবে। তাই আল্লাহ্ তা'লা যেখানে চান সেখানে আপনি এটি ব্যয় করুন। তিনি (সা.) বলেন, খুবই ভালো! এটি কল্যাণকর এক সম্পদ; কিংবা বলেন, চিরস্থায়ী এক সম্পদ। তিনি (সা.) বলেন, তুমি বললে আর আমি শুনলাম। আমার মনে হয়, তুমি এটি তোমার নিকটাত্মীয়দের মাঝে বণ্টন করে দিলেই ভালো হবে। আবু তালহা (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার নির্দেশ পালনার্থে এমনটি-ই করছি। অতএব আবু তালহা (রা.) সেই বাগান তার নিকটাত্মীয় এবং চাচাতো ভাইদের মাঝে বণ্টন করে দেন। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ওসায়া, বাব ইযা ওকাফা আরযান লাম ইউবাইয়্যিনুল হুদুদা ফাহুয়া জায়েয ... হাদীস নংঃ ২৭৬৯)**

হযরত আবু তালহা (রা.)'র আরো একটি বিশেষ সম্মান ও সৌভাগ্য হল, মহানবী (সা.)-এর এক কন্যার মৃত্যুতে তিনি (রা.) তাঁর (সা.) নির্দেশে তার কবরে নামেন এবং মহানবী (সা.)-এর কন্যার পবিত্র শবদেহ কবরে নামান। **{সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, বাব কওলুন নবীয়ে (সা.) ইউআয্যিবুল মাইয়্যিতু বিবা'যি বুকায়ে আহলী, হাদীস নংঃ ১২৮৫}**

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, একবার মদীনাবাসী হঠাৎ ঘাবড়ে যায়। তখন মহানবী (সা.) হযরত আবু তালহা (রা.)-এর ঘোড়ায় আরোহণ করেন, যা ধীরে ধীরে চলত অথবা বলেছেন, যার গতি কম ছিল। তিনি (সা.) ফিরে আসার পর হযরত আবু তালহা (রা.)-কে বলেন, আমি তো তোমার ঘোড়াকে এক সমুদ্রের ন্যায় পেয়েছি, (এটি) খুবই দ্রুত ছুটে। এরপর থেকে এই ঘোড়ার গতির সাথে অন্য কোন ঘোড়া মোকাবিলা করতে সক্ষম হত না। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ারে, বাব আলফারাসুল কুতুফ, হাদীস নংঃ ২৮৬৭)**

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আমাদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতেন। আমার ছোট ভাইকে রসিকতা করে বলতেন, হে আবু উমায়ের! **নুগায়ের** কী করেছে? আবু উমায়ের একটি চুড়ুই পাখি পুষত। চড়ুই পাখিকে **নুগায়ের** বলা হয়। সেটি মারা যাওয়ায় সে অত্যন্ত ব্যথিত ছিল; সেটি উড়ে গিয়েছিল বা মরে গিয়েছিল। যাহোক, রসিকতা করে তাকে একথা বলতেন। এজন্য সেই বালকের সঙ্গে রসিকতা করতেন। নামাযের সময় মহানবী (সা.) আমাদের বাড়িতে অবস্থান করলে, প্রায়শই তিনি (সা.) সেই

বিছানাটি বিছানোর নির্দেশ প্রদান করতেন যার ওপর তিনি (সা.) বসা থাকতেন। অতএব, আমরা সেটি বিছিয়ে দিতাম এবং পরিষ্কার করতাম। অতঃপর তিনি (সা.) নামাযের জন্য দাঁড়াতেন এবং আমরা তাঁর (সা.)-এর পিছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়তাম। **(সুনান ইবনে মাজাহ্, কিতাবুল আদাব, বাবুল মিযাহ্, হাদীস নংঃ ৩৭২০), (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল আদাব, বাবুল কুনিয়াতু লিস্‌সাবিয়ে ওয়া কাবলা আইউলাদা লির্ রাজুলি, হাদীস নংঃ ৬২০৩)**

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ্ বিন আবু তালহা আনসারী (রা.) জন্মগ্রহণ করলে, তার ভাই অর্থাৎ হযরত আবু তালহা (রা.)'র পুত্র যে তার মায়ের দিক থেকে ভাই ছিলেন; আমি তাকে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হই। তখন তিনি (সা.) তাঁর জুব্বা পরিহিত ছিলেন এবং নিজের উটে আলকাতরা লাগাচ্ছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, তোমার কাছে খেজুর আছে কি? আমি বললাম, জী, আছে। আমি কিছু খেজুর তাঁকে দিলে তিনি (সা.) মুখে দিয়ে ভালোভাবে চিবিয়ে এরপর শিশুর মুখ খুলে তা শিশুটির মুখে পুরে দিলে শিশুটি সেগুলো চুষতে থাকে। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আনসারা খেজুর ভালোবাসে। অর্থাৎ শিশুটিরও এটি পছন্দ হয়েছে। তিনি (সা.) এই শিশুর নাম রাখেন 'আব্দুল্লাহ্'। **(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল আদাব, বাব ইস্তেহ্বাবু তাহনীকিল্ মওলূদ ইনদা ভিলাদাতিহী ওয়া হামলিহ্ ... হাদীস নং : ২১৪৪)**

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু তালহা (রা.)'র এক পুত্র অসুস্থ ছিল। তিনি (রা.) যখন বাইরে গিয়েছিলেন তখন সেই সন্তান মারা যায়। হযরত আবু তালহা (রা.) ফিরে এসে তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, আমার পুত্রের কী অবস্থা? হযরত উম্মে সুলায়েম (রা.) বলেন, আগের চেয়ে অনেক ভালো আছে। অতঃপর তিনি (রা.) রাতের খাবার পরিবেশন করেন এবং তিনি (রা.) আহার করেন আর রাত অতিবাহিত করেন। এরপর তিনি (রা.) জানান, (আমাদের) সন্তান মৃত্যু বরণ করেছে, তাকে গিয়ে দাফন করে আসুন। পরদিন সকালে হযরত আবু তালহা (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে এ কথা নিবেদন করেন। মহানবী (সা.) তার সন্তান লাভের জন্য দোয়া করেন। পরবর্তীতে তাদের ঘরে আবার পুত্র সন্তান জন্ম নেয়। **(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল আদাব, বাব ইস্তেহ্বাবু তাহনীকিল্ মওলূদ ইনদা ভিলাদাতিহী ওয়া হামলিহ্ ... হাদীস নং : ২১৪৪)**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেন যে, প্রাণ বিসর্জন দেয়া প্রকৃতপক্ষে একজন মু'মিনের জন্য কোন ব্যাপারই নয়। এরপর তিনি (রা.) বলেন, গালিব সম্পর্কে মানুষ বিতর্ক করে, তিনি মদ পান করতেন, আবার কারো কারো মতে করতেন না। কিন্তু তিনি (রা.) বলেন, তিনি আমার আত্মীয় আর আমি আমার নানি ও ফুপুদের কাছে শুনেছি, তিনি মদ পান করতেন। অতএব মদ্যপানে অভ্যস্ত এক ব্যক্তিও বলেছে,

جان دی دی ہوئی اسی کی تھی

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

(উচ্চারণঃ 'জান দি, দি হুয়ি উসি কি থি, হক্ব তো ইয়ে হ্যায় কে হক্ব আদা না হুয়া') অর্থাৎ, খোদার পথে আমরা যদি প্রাণ উৎসর্গ করি তাতে কী! এই প্রাণও তো তাঁরই দান। কাজেই, কেউ যদি খোদা তা'লার নির্দেশ মান্য করতে গিয়ে প্রাণও বিসর্জন দেয় তাহলে সে তেমন কোন বড় আত্মত্যাগ করছে না; কেননা সেই প্রাণও তাঁরই আর কারো আমানত তাকে ফিরিয়ে দিলে তা বড় কোন ত্যাগ নয়। তিনি (রা.) বলেন, হাদীসে একজন মহিলা সাহাবী উম্মে সুলায়েম (রা.)'রই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ মহানবী (সা.) তার স্বামী আবু তালহা (রা.)-

কে কোন ধর্মীয় কাজে বাইরে প্রেরণ করেন। তার সন্তান অসুস্থ ছিল এবং তিনি স্বভাবতই তার সন্তানের অসুস্থতার কারণে উদ্বিগ্ন ছিলেন। সেই সাহাবী (রা.)'র অনুপস্থিতিতে এবং তার ফিরে আসার পূর্বেই সেই সন্তান মৃত্যু বরণ করেছিল। মা তার মৃত সন্তানকে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখেন। এরপর তিনি গোসল করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে গায়ে সুগন্ধি লাগান এবং পরম ধৈর্য প্রদর্শনপূর্বক তার স্বামীকে স্বাগত জানান। সেই সাহাবী (রা.) গৃহে প্রবেশ করতেই জিজ্ঞেস করেন, সন্তানের কী অবস্থা? তখন সেই মহিলা সাহাবী (রা.) উত্তর বলেন, পুরোপুরি শান্তিতে আছে। তিনি আহার করেন এবং নিশ্চিন্তে আরাম করে শুয়ে পড়েন আর স্ত্রীর সাথে মিলনও করেন। তিনি তার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পর স্ত্রী তাকে বলেন, আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। স্বামী উত্তরে বলেন, কী কথা? স্ত্রী বলেন, কোন ব্যক্তি যদি কারো কাছে আমানত রাখে আর কিছুদিন পর সেই জিনিস ফেরত চায়, তবে সেই জিনিস তাকে ফেরত দিতে হবে কিনা? তিনি উত্তরে বলেন, এমন নির্বোধ কে আছে যে কারো আমানত ফেরত দিবে না! তখন স্ত্রী বলেন, অন্তত তার আক্ষেপ তো হবে যে, আমাকে আমানত ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে। তিনি উত্তরে বলেন, আক্ষেপ কিসের? সে জিনিস তো তার ছিলই না। সে যদি তা ফেরত দেয় তবে তার আক্ষেপ হবে কেন? (একথা শুনে) স্ত্রী বলেন, আচ্ছা! বিষয়টি যদি এমনই হয় তাহলে আমাদের সন্তান, যে খোদা তা'লার একটি আমানত ছিল, খোদা তা'লা তাকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে গেছেন। তৎকালীন নারীদের মাঝে এ ধরণের ধৈর্য ও মনোবল পাওয়া যেত। অতএব, প্রাণ বিসর্জন দেয়া তো কোন বিষয়ই নয়। বিশেষভাবে মু'মিনের জন্য তো এটি একটি তুচ্ছ বিষয়। **(তকরীর জলসা সালানা, জামা'তে আহমদীয়া লাহোর ১৯৪৮; আনওয়ারুল উলূম, ২১তম খণ্ড, পৃঃ ৫৩-৫৪)**

যে হাদীসটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, সে অনুযায়ী মহানবী (সা.) তাদের জন্য দোয়া করেন এবং পরবর্তীতে তাদের সন্তান হয়। এর কিছুকাল পরেই তাদের পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এত অধিক দানে ধন্য করেন যে, আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, আমি হযরত আবু তালহা (রা.)'র নয়জন সন্তানকে দেখেছি আর তাদের সবাই অর্থাৎ নয় জনই কুরআনের ক্বারী ছিলেন। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, বাব মান লাম ইউযহের হুযনাহু ইনদাল মুসীবাতে, হাদীস নং : ১৩০১)**

আসেম আহওয়াল বর্ণনা করেন, আমি হযরত আনাস (রা.)'র কাছে মহানবী (সা.)-এর পেয়ালা দেখেছি। তাতে ফাটল ধরেছিল বলে হযরত আনাস (রা.) তা রূপা দিয়ে জুড়ে দিয়েছিলেন। তা বেশ সুন্দর, চওড়া ও উন্নত মানের কাঠ দিয়ে বানানো একটি পেয়ালা ছিল। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি এই পেয়ালায় মহানবী (সা.)-কে বহুবার পানি পান করিয়েছি। ইবনে সিরীন বলেন, সেই পেয়ালাটি লোহার তার দিয়ে জোড়া দেয়া ছিল। হযরত আনাস (রা.) এর পরিবর্তে সোনা বা রূপা দিয়ে জোড়া দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু হযরত আবু তালহা (রা.) তাকে বলেন, যে জিনিস মহানবী (সা.) বানিয়েছেন তাতে কোনক্রমেই কোন পরিবর্তন করো না। তাই তিনি (রা.) এই ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন। **{সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল আশরিবাহ্, বাবুশ্ শুরবে মিন কাদহিন্ নবী (সা.) ওয়া আনিয়াতিহি, হাদীস নং : ৫৬৩৮}**

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত আবু তালহা আনসারী (রা.), হযরত আবু উবায়দাহ্ বিন আল্ জার্‌রাহ (রা.) এবং হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.)-কে খেজুরের মদ পান করাচ্ছিলাম। এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি এসে সংবাদ দেয়, মদ হারাম বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হযরত আবু তালহা (রা.) উক্ত ব্যক্তির সংবাদ শোনামাত্রই বলেন, হে আনাস! এই ঘড়াগুলো ভেঙে ফেল। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি একটি পাথর

দিয়ে ঘড়াগুলোর নীচের অংশে আঘাত করে সেগুলো ভেঙে ফেলি। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাব আখবারুল্ আহাদ, বাবু মা জায়া ফী ইজাযাতে খাবারেল ওয়াহেদে আস্ সুদুকে ফীল্ আযান, হাদীস নং: ৭২৫৩)**

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন মৃত্যু বরণ করেন তখন মদীনাতে এক ব্যক্তি ছিল যে লেহেদ (অর্থাৎ এমন কবর যাতে মূল কবরের ভেতর লাশ রাখার জন্য পৃথক একটি জায়গা বানানো হয়-অনুবাদক) খনন করত এবং আরেকজন ছিল যে সাধারণ কবর খনন করত। সাহাবীরা (রা.) বলেন, আমরা আমাদের প্রভুর কাছে ইস্তেখারা করি আর তাদের উভয়কে ডেকে পাঠাই। দু'জনের মধ্যে যে ব্যক্তি পরে আসবে তাকে আমরা ছেড়ে দিব, অর্থাৎ যে প্রথমে আসবে তাকে দিয়ে আমরা কাজ করাব। অতএব উভয়ের কাছেই সংবাদ পৌঁছানো হলে লেহেদ খননকারী প্রথমে আসে, এতে সাহাবীগণ মহানবী (সা.)-এর জন্য লেহেদ (কবর) খনন করেন। এর ব্যাখ্যায় আল্লামা বুসীরী লিখেন, লেহেদ খননকারী ছিলেন হযরত আবু তালহা (রা.) আর সাধারণ কবর প্রস্তুতকারী ছিলেন হযরত আবু উবায়দাহ্ বিন আল্ জার্‌রাহ্ (রা.)। **(সুনান ইবনে মাজাহ্, কিতাবুল জানায়েয, বাব মা জায়া ফীশ্ শাক্ব, হাদীস নং: ১৫৫), (শরাহ্ সুনান ইবনে মাজাহ্, ১ম খণ্ড, কিতাবুল জানায়েয, বাব মা জায়া ফীশ্ শাক্ব, পৃ: ৬১৭, জর্ডানের বাইতুল আফকার থেকে ২০০৭ সালে প্রকাশিত}** এরইসাথে তার {অর্থাৎ হযরত আবু তালহা (রা.)'র} স্মৃতিচারণ সম্পন্ন হল।

এখন আমি একজন প্রয়াতের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করব এবং নামাযের পর তার (গায়েবানা) জানাযাও পড়াব। তিনি হলেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মিয়াঁ নূর মুহাম্মদ সাহেব (রা.)'র পুত্র জনাব বাবু মুহাম্মদ লতিফ অমৃতসরী সাহেব। তিনি গত ২৬ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে নব্বই বছর বয়সে রাবওয়ায় ইহলোক ত্যাগ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মূসী ছিলেন। তিনি জামা'তের প্রসিদ্ধ মুবাল্লিগ শ্রদ্ধেয় মওলানা মুহাম্মদ সিদ্দীক অমৃতসরী সাহেবের ছোট ভাই ছিলেন। বাবু লতিফ সাহেবের পিতা মোহতরম মিয়াঁ নূর মুহাম্মদ সাহেব (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই বাবু লতিফ সাহেবকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর সমীপে নিয়ে যান এবং যৌবনেই তাকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর কাছে ওয়াক্‌ফের জন্য উপস্থাপন করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাকে বলেন, আপনার দুই ছেলের মাঝে একজন তো পূর্বেই মুরব্বী হিসেবে ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী রয়েছে। এই ছেলেও সারা জীবন ওয়াক্‌ফে যিন্দেগীর মতোই কাজ করবে। কাজেই, তিনি ওয়াক্‌ফে যিন্দেগীর মতোই (সারাজীবন) কাজ করেছেন। তিনি সাড়ে চার বছর রেল বিভাগে কেরানীর চাকরি করার পর ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে জামা'তের সেবার জন্য কর্মী হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেন। তিনি ১৯৫২ সাল থেকেই জামা'তের সেবা করার তৌফিক লাভ করেন এবং নাযারত বাইতুল মাল-এ তার প্রথম পদায়ন হয়। এরপর ১৯৫৪ সালে তাকে দৈনিক আল্ ফযল অফিসে বদলী করা হয়। ১৯৬১ সালে প্রাইভেট সেক্রেটারী অফিসে কেরানী হিসেবে তাকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর খিলাফতকালের শেষ তিন বছর প্রাইভেট সেক্রেটারীর অফিসে, এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর খিলাফতকালে, অতঃপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর হিজরতের পরও রাবওয়ায় পি.এস অফিস প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এখনও সেখানে প্রতিষ্ঠিত আছে; তিনি ২০১৪ সাল পর্যন্ত সেখানে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। ১৯৮৫ সালে তাকে সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটারীর দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং তিনি অত্যন্ত সুনিপুণভাবে

তার এই দায়িত্ব পালন করেন। তার পূর্ণ সেবাকাল বাষট্টি বছরব্যাপী, যার মধ্য থেকে প্রায় তিপ্পান্ন বছর তিনি প্রাইভেট সেক্রেটারীর অফিসে বিভিন্ন পদে সেবা প্রদান করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

নিজের কাজে তিনি অনেক পারদর্শী ছিলেন। খুবই গুছিয়ে এবং মনোযোগ দিয়ে কাজ করতেন, এর পাশাপাশি ধর্মীয় পড়াশোনা করারও তার শখ ছিল। জামা'তের বই-পুস্তকের গভীর জ্ঞান রাখতেন। শূরার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে, বিশেষত তৃতীয় খিলাফতের যুগেও এবং পরবর্তী কালেও, তিনি অনেক সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। প্রাইভেট সেক্রেটারীর দায়িত্বে বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও খুবই সুচারুরূপে ও অনেক পরিশ্রমের সাথে জামা'তের অর্থ সাশ্রয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে জিনিসপত্র ক্রয় করতেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি জামা'তের কেন্দ্র কাদিয়ানের সুরক্ষার দায়িত্ব পালনেরও তৌফিক লাভ করেছেন। তিনি কিছু দিন সেখানে অবস্থান করেন। তার পাঁচ কন্যা ও একজন পুত্র ছিল। তার মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে তার এক কন্যাও মৃত্যু বরণ করেন, যিনি যরীফ আহমদ ক্বমর সাহেবের স্ত্রী ছিলেন, তাদের একমাত্র পুত্র জামাতের মুরব্বী। মরহুমের তিন কন্যা লন্ডনেই থাকেন আর এক ছেলে আতিক আহমদ সাহেবও এখানেই কাজ করছেন।

প্রাইভেট সেক্রেটারী অফিসের কর্মী রানা মুবারক সাহেব বলেন, আমি বত্রিশ বছর তার সাথে কাজ করেছি। দীর্ঘদিন পর্যন্ত মজলিসে শূরার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অনেক দাপ্তরিক কাজ তিনি একাই সম্পাদন করতেন। তিনি বলেন, (মরহুম) সবসময় এই উপদেশ দিতেন, যখনই জাগতিক সমস্যাবলী ও কষ্টের সম্মুখীন হবে তখন দোয়ার পাশাপাশি নিজের দাপ্তরিক কাজে অধিক মগ্ন হয়ে যাও, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং দুশ্চিন্তা দূর করে দেন। কর্মীদের দ্বারা কোন ভুল হলে তিনি অত্যন্ত স্নেহের সাথে তাদের বুঝিয়ে দিতেন। একইভাবে অন্যান্য কর্মীরাও একথাই লিখেছে, তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন এবং কর্মীদের দিক-নির্দেশনা প্রদান করতেন। তিনি আঞ্জুমানের বিধি-বিধানের গভীর জ্ঞান রাখতেন। তার লেখনীও খুবই উন্নত মানের ছিল। খুবই ভালো শব্দ চয়ন করতেন। যখনই কোন নতুন কলম নিতেন, প্রথমে তা দিয়ে বিসমিল্লাহ্ লিখতেন, তারপর কাজ শুরু করতেন। যথাসময়ে অফিসে আসার ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। কিন্তু অফিসের সময় শেষ হলেই চলে যেতেন না, বরং কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকতেন আর কখনো কখনো সারা রাত বসে থাকতেন এবং পরের দিন সকালে বাড়ি ফিরতেন। আমি যখন রাবওয়ায় ছিলাম তখন আমিও বিভিন্ন সময় তাকে এমনটিই করতে দেখেছি, অনেক কষ্ট করে অফিসে আসতেন এবং মাগরিবের সময়ও অফিস থেকেই নামায পড়তে যেতেন, এশার সময়ও সেখান থেকেই যেতেন আর কখনো কখনো ফজরের সময়ও (অফিস থেকেই) আসতে দেখা যেতো। অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন। কখনো এই চিন্তা করেন নি যে, আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে বা অফিসের সময় শেষ হয়ে গেছে। তার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল কাজ, অর্থাৎ (আমাকে) জামা'তের কাজ করতে হবে। এছাড়া তার অনেক বড় একটি বৈশিষ্ট্য এটিও ছিল যে, তিনি কখনো কারো সাথে কোন বিষয় আলোচনা করতেন না, যে পত্রই আসতো তা গোপন থাকত এবং তিনি সর্বদা গোপনীয়তা রক্ষা করতেন। অনুরূপভাবে নাসের সাঈদ সাহেব লিখেছেন, ১৯৭৪ সনে যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ইসলামাবাদে জাতীয় সংসদে উপস্থিত হতেন তখন প্রাইভেট সেক্রেটারীর কর্মীদের সাথে তিনিও সেখানে থাকতেন। দাপ্তরিক কাজের পাশাপাশি তিনি অন্যদের সাহায্যও করতেন। কর্মীদের সাথে তিনি বাসনপত্রও ধৌত করতেন। এককথায়

নিঃস্বার্থ (একজন) মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসূলভ আচরণ করুন এবং তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। মরহুমের সন্তানসন্ততি ও বংশধরদেরকেও তার সৎকর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃঃ ৫-৯)
(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)